জলবন্দী

বরুণ চৌধুরী

নবপত্র প্রকাশন

আমার বাবাকে

জলবন্দী

"আপনি আর খাবেন না, শুনুন…

তোমার কত বয়স হল, রায়?

সেই ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখে চ্যাটার্জি সায়েব তাকিয়ে আছেন। মাথার চুল বেশ ছোট করে ছাঁটা হলেও মাঝ-বরাবর দুটো একটা ছোট ঢেউকে কেটে বাদ দেওয়া যায় নি। গালে মুখে নাকে কোথাও কিন্তু কোনো মাংসের ঢেউ নেই। সবই যেন ট্রিম্-করা, সুন্দর। রঙটা কালো হলেও চিবুক নাক মুখের তীক্ষ্ণতার জন্যে এমন মানিয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত রঙের কথা মনেই হয় না। একটা বিরাট এজেন্সির সর্বময় কর্তা অথচ চেহারায় এখনো সেই চৌকস 'স্যার' ভাবটা ফুটে ওঠে নি। হাতে গান্-মেটাল লিংক্স্ নেই। তার বদলে হলদেটে ভাঙা ঝিনুকের বোতাম। শার্টের কলার শক্ত করার জন্যে কোনো বোন্ পোরা নেই। আঙুলে রুপো-বাঁধানো একটা লাল পলার আংটি।

কি হল, উত্তর দিচ্ছ না যে? বলছি তোমার বয়স কত হবে? ত্রিশ-বত্রিশ তো? আমি ও রকম বিশ-ত্রিশটা বসন্ত কুলকুচি করে ফেলে দিলেও, তোমার বয়স আমার বয়েসের সমান হবে না। ভাবছ যা-তা বকছি, তাই না? আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। জানি, বয়স আমার এখনো ঠিক পাঁচের ঘর পেরোয় নি। কিন্তু দেখলাম তো অনেক, রায়। দু-তিন পুরুষ বেঁচে থেকেও যা দেখা যায় না, আমি যদি বলি আমি এই বয়সেই তা দেখেছি, তা হলে কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। আমার কি মনে হয় জানো, আমাদের মনেরও অনেকগুলো আঙুল আছে। যার মন যত বেশি জন্ম-মৃত্যু-যন্ত্রণার ঘটনা টাইপ করতে পারে যত কম সময়ে— তার বয়স তত বেশি। জন্মের সাল-তারিখে বয়স বিচার হয় না।